ড. আহমদ আলী

মুনাফিকের পরিচয় ও স্বরূপ

মুনাফিকের পরিচয় ও স্বরূপ

ড. আহমদ আলী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : লেখক

মূল্য : ৳৪৩০, US $17. UK £14

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98013-7-5

Munafiqer Porichoy O Swarup
(Identity and Characteristics of Munafiq [Hypocrite])
by **Dr. Ahmad Ali**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশে ইসলামি জ্ঞানচর্চায় ছোট-বড় অগণিত আলিম অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। কিন্তু ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা বলতে যা বোঝায়, সেখানে তাঁদের সংখ্যাটা নেহায়েত কম। বিরলপ্রজ এই গবেষক আলিমদের একজন হলেন ড. আহমদ আলী। তিনি জনসমাজে এতটা পরিচিত না হলেও জ্ঞানী মহলে সশ্রদ্ধায় বরিত ও চর্চিত।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার কলাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই আলিম ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এবং ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে অর্জন করেন উচ্চতর ডিপ্লোমা।

ড. আহমদ আলীর অধ্যাপনা-জীবনের বয়স দুই যুগেরও বেশি। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। ধারাবাহিক পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর পদে কর্মরত।

প্রথাগত সভা-সেমিনার বিমুখ এই বিরল ব্যক্তিত্বের প্রধান কাজ হলো অধ্যাপনা ও গবেষণা। তাঁর কাজে তিনি যতটা নিবিষ্ট, ততটাই দরদি। ফলে তাঁর গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে শাস্ত্রীয় নীতিতে সরল ও সমৃদ্ধ। একইসঙ্গে তাঁর রচনার বিষয়ও হয়ে থাকে উম্মাহর জন্য অবশ্যপাঠ্য এবং উপকারিতা বিবেচনায় একান্ত জরুরি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও তাঁর গবেষণার সারল্য, সমৃদ্ধি এবং বিশ্লেষণের সেই তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতার ছাপ বিদ্যমান। তা ছাড়া বিষয় হিসেবেও গ্রন্থটি অতীব জরুরি একটি বিষয়ে রচিত। কারণ, নিফাক বা মুনাফিকি নিঃসন্দেহ ভয়ংকর একটা বিষয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে তো তা জঘন্য পাপ; সামাজিকভাবেও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নিফাক কতটা ভয়ংকর, তা মহান আল্লাহর এই ঘোষণা থেকে সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا﴾

> মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। [সুরা নিসা ১৪৫]

তা ছাড়া ইমানের দুর্বলতা থেকেই নিফাকের জন্ম ও প্রকাশ। ফলে নিফাক কী, মুনাফিক কে, কোন বিশ্বাস-কথা-কাজের ফলে মানুষ মুমিন থাকে না; হয়ে যায় মুনাফিক, কী তার স্বরূপ ও পরিণতি—মুমিনদের ইমানি ফিকিরে এ জাতীয় জিজ্ঞাসা তৈরি হওয়া এবং সেগুলোর জবাব পরিষ্কার থাকা কতটা জরুরি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকের হাতে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ তুলে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিল কালান্তর। কিন্তু সে রকম কোনো পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় শূন্যতা থেকেই যায়। আমরা ড. আহমদ আলী স্যারের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ, তিনি কালান্তরের এই শূন্যতা পূরণে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিয়ে এমন সুন্দর ও সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন—বাংলা ভাষায় এটি একটি অমূল্য সম্পদ এবং এ বিষয়ের মাইল ফলক হয়ে পাঠ ও চর্চায় জীবন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

এখানে পাঠকদের একটি বিষয় জানানো জরুরি, কালান্তর যে প্রতিবর্ণায়ন রীতি অনুসরণ করে, এই গ্রন্থে সেটার প্রয়োগ হয়নি; লেখকের পছন্দসই রীতিই অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। এ জাতীয় রচনায় শব্দ-বাক্য নয়; বিষয়ই যেহেতু হয়ে থাকে মুখ্য এবং এর প্রাণ ও পাঠকের প্রয়োজন, তাই আশ করি প্রতিবর্ণায়নের এই ব্যতিক্রম্য পাঠ ও ফায়দা হাসিলে কোনোরূপ দুর্বোধ্যতা তৈরি করবে না। তবে অন্যান্য গ্রন্থের মতো পর্যায়ক্রমিক পাঠের মধ্য দিয়ে এরও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রুফ সমন্বয়নের কাজ করেছেন আবদুল হক ও মুতিউল মুরসালিন। এ ছাড়া আমি নিজে একবার পড়েছি। পাঠকের দৃষ্টিতে পড়েছেন আলমগীর হুসাইন মানিক।

আল্লাহ তাআলা লেখক-পাঠক এবং গ্রন্থটি এই পর্যন্ত আসার পেছনে নানাভাবে শ্রম ও সময় দিয়ে সহযোগিতাকারী সবার প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

মুনাফিকের সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষা # ২১

এক : মুনাফিকের সংজ্ঞা ২১

দুই : প্রাসঙ্গিক পরিভাষা ২৩

১. যিন্দীক ২৩

২. মুলহিদ ২৫

৩. মুরতাদ ২৭

তিন : নিফাক ও রিয়ার মধ্যে পার্থক্য ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিফাকের প্রকারভেদ ও নিদর্শন # ৩০

এক : নিফাকের প্রকারভেদ ৩০

দুই : নিফাক-ই আকবার ৩০

১. মূলগতভাবে মুনাফিক ৩১

২. অবস্থার প্রেক্ষিতে মুনাফিক ৩৩

তিন : নিফাক-ই আকবারের নানা রূপ ৩৬

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ৩৬

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ৩৭

৩. ইসলামের শিক্ষা ও বিধান অস্বীকার করা ৩৮

৪. ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের প্রতি ঘৃণা ৩৮

৫. ইসলামের বিপর্যয়ে খুশি হওয়া ৪১

৬. ইসলামের বিজয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা ৪১
৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন জরুরি মনে না করা ৪২
৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশাবলি পালন জরুরি মনে না করা ৪২
চার : নিফাক-ই আসগার ৪৫
১. পরিচয় ৪৫
২. হুকুম ৪৭
পাঁচ : নিফাক-ই আকবার ও আসগারের মধ্যে পার্থক্য ৪৮
ছয় : নিফাক-ই আসগারের নানা নিদর্শন ৪৯
১. ইসলামের শিক্ষা মেনে না চলা ৫০
২. কথায় কথায় মিথ্যা বলা ৫১
৩. শপথ ভাঙা ৫২
৪. চুক্তি ভাঙা ৫২
৫. আমানতের খিয়ানত করা ৫৩
৬. অসংযতভাবে তর্ক-বিবাদ করা ৫৫
৭. প্রদর্শনেচ্ছা ৫৫
৮. জিহাদের প্রতি অনীহা ৫৬
৯. অমূলক প্রশংসা করা ৫৮
১০. গনিমতের মাল খিয়ানত করা ৫৯
১১. জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

মুনাফিকদের স্বভাবের বিবরণ ও তাৎপর্য # ৬২

এক : সূরা বাকারার শুরুতে উল্লিখিত মুনাফিকের চরিত্র ৬২
১. অন্তরে রুগ্নতা ৬২
২. মিথ্যাবাদিতা ৬৪
৩. আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে প্রতারণা ৬৭
৪. মুমিনদেরকে মূর্খ ও নির্বোধ আখ্যা দেওয়া ৬৮
৫. নির্বুদ্ধিতা ৭০
৬. মুখে সংস্কারের দাবি, মনে বিপর্যয় সৃষ্টির বাসনা ৭০
৭. ন্যায়বোধ ও যথার্থভাবে উপলব্ধির অভাব ৭৩
৮. হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহিতে অটল থাকা ৭৪
৯. দোদুল্যমানতা ৭৪

১০. মুমিনদের সঙ্গে উপহাস করা ৭৬
দুই : মুনাফিকদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ৭৭
১. সহজেই কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা ৭৭
২. কুরআন বোঝার ও ইসলামী জ্ঞানার্জনের অনীহা ৭৮
৩. ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ৮০
৪. মুসলিমসমাজের পবিত্রতা নিয়ে সংশয় তৈরি করা ৮১
৫. মানবরচিত বিধান অনুসারে ফায়সালা কামনা করা ৮১
৬. আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ ৮৪
৭. আল্লাহ তাআলার প্রতি দুরাশা পোষণ ৮৬
৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা ৮৮
৯. মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ৯০
১০. মুসলিমদের সম্পর্কে গুজব ছড়ানো ৯২
১১. নবী, আলিম, সৎকর্মশীলদের সমালোচনা করা ও খোঁচা দেওয়া ৯৪
১২. মুমিনদেরকে বিপদে ফেলা ৯৬
১৩. মুমিনদের বিপদ দেখে উৎফুল্ল হওয়া ৯৭
১৪. মুসলিমসমাজের ক্ষতি করতে চাওয়া ৯৮
১৫. অমুসলিমদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করা ১০০
১৬. মুমিনদের মধ্যে ফিতনা ছড়ানো ১০২
১৭. কুরআনের আয়াত ও দ্বীনের নানা বিষয় নিয়ে উপহাস করা ১০৩
১৮. অসৎ কাজের আদেশ ও সৎ কাজে বাধা দেওয়া ১০৪
১৯. আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার প্রতি প্রবল আসক্তি ১০৬
২০. বিলাসব্যসন ও প্রদর্শনে প্রবল আগ্রহ ১০৬
২১. লাম্পট্য ১০৭
২২. প্রবৃত্তির অনুসরণ ১০৯
২৩. গোঁড়ামি ও অহংকার প্রদর্শন ১১১
২৪. কথায় কথায় শপথ করা ১১১
২৫. জিহাদকে ভয় করা এবং নানা অজুহাতে তা থেকে বিরত থাকা ১১২
২৬. যুদ্ধ না করতে উদ্‌বুদ্ধ করা এবং ভীতিকর গুজব ছড়ানো ১১৪
২৭. মুমিনদের সঙ্গে অবস্থান করতে অস্বস্তি বোধ করা ১১৬
২৮. মৃত্যু ও শাহাদাতকে ভয় করা ১১৭
২৯. আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অনীহা ১১৮
৩০. মুমিনদের কল্যাণে ব্যয় করতে বাধা দেওয়া ১১৯
৩১. তাকদীরে ঈমান না থাকা, বিপদে ভেঙে পড়া ১২০
৩২. দুনিয়ার প্রতি চরম লোভ ১২৩

৩৩. সুযোগ খোঁজার জন্য মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ১২৪
৩৪. শপথ ভাঙা ১২৫
৩৫. ইবাদতে আলস্য ও প্রদর্শনেচ্ছা ১২৬
৩৬. নিয়মিত জামায়াত ও জুমুয়া ত্যাগ করা ১২৯
৩৭. ইসতিগফার ও তাওবার প্রতি অনীহা ১৩১
৩৮. দুয়া ও যিকিরে কম গুরুত্বারোপ ১৩২
৩৯. আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ১৩২
৪০. ভয়ভীতি ও অস্থিরতা ১৩৩
৪১. মিথ্যা প্রশংসা পেতে আগ্রহ বোধ করা ১৩৪
৪২. সৎকর্মের জন্য দোষারোপ করা ১৩৭
৪৩. দ্বীনদারিতে একেবারে পিছিয়ে থেকেও সন্তুষ্টি বোধ করা ১৩৯
৪৪. গোপনে পাপ করা ১৪০
৪৫. সুভাষণের সঙ্গে কলহপ্রিয়তা ১৪৩
৪৬. কার্পণ্য ১৪৪
৪৭. দ্বিচারিতা ১৪৬
৪৮. বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি মনোযোগ ১৪৭
৪৯. সুযোগ-সন্ধান ১৪৮
৫০. আল্লাহর চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টিই মুখ্য মনে করা ১৫০
৫১. স্বার্থপরতা ১৫১
৫২. খিস্তি-খেউড় করা ১৫২
তিন : মুনাফিকদের স্বভাবের বিবরণের তাৎপর্য ১৫৩
১. মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তুলে ধরা ১৫৩
২. ঈমানের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করা ১৫৪
৩. অন্তরের পরিশুদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করা ১৫৪
৪. মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা ১৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

মুনাফিকদেরকে কাফির বলা, জানাযা পড়া এবং কাউকে মুনাফিক বলার হুকুম # ১৫৬

এক : মুনাফিকদের কাফির বলা ১৫৬
দুই : মুনাফিকদের জানাযা পড়া ১৫৯
তিন : কাউকে মুনাফিক বলে সম্বোধন করা ১৬১

পঞ্চম অধ্যায়

নিফাকের কুপ্রভাব ও পরিণাম # ১৬৩

এক : নিফাক-ই আকবারের কুপ্রভাব ও পরিণাম ১৬৩

১. অন্তরে দূষণ ১৬৩

২. অন্তরে সবসময় ভয় বিরাজ করা ১৬৪

৩. আল্লাহর অভিশাপ ১৬৪

৪. ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ১৬৬

৫. ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা হারানো ১৬৬

৬. জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ১৬৭

৭. জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকা ১৬৮

৮. আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ১৬৯

৯. ভালো আমলের বিনষ্টি ১৬৯

১০. কিয়ামতের দিন নূর নিভে যাওয়া ১৭০

১১. মুমিনদের দুয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া ১৭১

১২. দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি ১৭২

১৩. মুরতাদের শাস্তি ১৭২

১৪. মুমিনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ১৭৩

দুই : নিফাক-ই আসগারের কুপ্রভাব ও পরিণাম ১৭৩

১. ঈমানের ক্ষতি হওয়া ১৭৩

২. নিফাক-ই আকবারের আশঙ্কা ১৭৪

৩. আযাবের আশঙ্কা ১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিফাকের কারণ ও এ থেকে বাঁচার উপায় # ১৭৬

এক : নিফাকের কারণ ১৭৬

১. মূলগত কারণ ১৭৬

২. উদ্দেশ্যগত কারণ ১৭৮

দুই : নিফাক থেকে বাঁচার উপায় ১৮০

১. নামাযের জামায়াতে আগেভাগে হাজির হওয়া ১৮০

২. দ্বীনের গভীর সমঝ অর্জন ও সদাচারের চর্চা ১৮১

৩. দান-সাদাকা ১৮১

৪. রাত জেগে নিভৃতে ইবাদত করা ১৮২
৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা ১৮২
৬. আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করা ১৮৩
৭. সত্যনিষ্ঠ মুমিনদের সংস্পর্শে থাকা ১৮৪
৮. মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জেনে নেওয়া ১৮৬
৯. আত্মসমালোচনা ১৮৭
১০. নিফাকের শঙ্কাবোধ এবং এ থেকে আশ্রয় চাওয়া ১৮৮

সপ্তম অধ্যায়

মুনাফিকদের দৌরাত্ম্য এবং তাদের সঙ্গে মুমিনদের আচরণ # ১৯৩

এক : কাফিরের চেয়ে মুনাফিক বেশি ভয়ংকর ১৯৩
দুই : মুনাফিকদের ভয়ংকর দিকসমূহ ১৯৬
১. মুমিনদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা ১৯৬
২. জনসাধারণের আকীদা নষ্ট করা ১৯৬
৩. উম্মাহর বিরুদ্ধে শত্রুদের সহযোগিতা করা ১৯৭
চার : মদীনায় মুনাফিকদের অভ্যুদয় ও ষড়যন্ত্র ১৯৮
পাঁচ : বর্তমানে মুনাফিকদের দৌরাত্ম্য ২১২
ছয় : মুনাফিকদের সঙ্গে মুমিনদের আচরণ ২১৮
১. সাধারণ আচরণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করা ২১৯
২. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কঠোরতা আরোপ করা ২২০
৩. মুনাফিকদের উপেক্ষা ও সতর্ক করা ২২২
৪. মুনাফিকদের পক্ষে বিতর্কে না জড়ানো ২২৩
৫. মুনাফিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা ২২৫
৬. মুনাফিকদের সম্মান না দেখানো ২২৬
৭. মুনাফিকদের আনুগত্য না করা ২২৮
৮. মুনাফিকদের জানাযায় অংশ না নেওয়া ২২৯

শেষ কথা # ২৩০

ভূমিকা

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين ، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. وبعد

নিফাক বা মুনাফিকি একটি আত্মিক ব্যাধি। সব দেশে সব যুগেই এর কমবেশি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাধি মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তার ঈমানকে বরবাদ করে ফেলে। এর প্রভাব জঘন্য ও সুদূরপ্রসারী। মানুষের অন্তরকে কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত করার যত রকমের প্রক্রিয়া আছে, এর মধ্যে নিফাক হলো সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়া। বর্তমান সমাজকে ঘুণের মতো খেতে থাকা ব্যাধিগুলোর মধ্যে নিফাক সবচেয়ে ভয়ংকর। মুনাফিকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾

তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, এরপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যাচারী।
[সূরা বাকারা : ১০]

এ আয়াতে নিফাককে একটি আত্মিক ব্যাধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুনাফিকদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। একে ব্যাধি বলার একটা কারণ হলো, তারা সবসময় নিজেদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকে। সারাক্ষণ এ নিয়ে দুর্ভাবনায় থাকা এক রকমের মানসিক অসুস্থতাই বটে।

সবাই জানে মুনাফিকদের ভেতরের রূপ বাইরের রূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, আবার বাইরেও তাদের রূপভেদ রয়েছে। তারা সুযোগ-সুবিধামতো রূপ পালটায়, একেকবার

একেক রূপে আবির্ভূত হয়। একান্ত প্রিয়জনদের কাছে এক রূপ ধারণ করে, অন্যদের কাছে হাজির হয় অন্য রূপে। একজন মুনাফিক বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে, যা অন্য কেউ সহজে পারে না। তাই তাদের বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। কে মুসলিম, কে খ্রিস্টান বা হিন্দু তা বোঝা যায় নাম, পোশাক ও জীবনপদ্ধতি দেখে। কিন্তু কে মুনাফিক, তা সহজে বোঝার কোনো উপায় নেই।

অন্তরের দিক থেকে কাফির হওয়া সত্ত্বেও একজন মুনাফিক বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করে। তার লক্ষ্য থাকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা কিংবা কাফিরদের কাছে গোপনে স্পর্শকাতর তথ্য সরবরাহ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় শক্তিশালী একটি ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখনই ব্যাপকভাবে শুরু হয় মুনাফিক তথা কপট মুসলমানদের তৎপরতা। তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও আড়ালে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব রকমের ষড়যন্ত্র করেছে। এর আগে, মক্কায় মুনাফিকদের অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না, কেননা সেখানে মুসলমানরা দুর্বল ছিলেন বলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। কিন্তু ইসলাম মদীনায় ছড়িয়ে পড়ার পরে শত্রুরা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা হয়ে পড়ে কঠিন। আর ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, যেকোনো আদর্শ জয়লাভ করার পর শত্রুদেরকে বন্ধু সেজে পেছন থেকে ছুরি মারতে চাইতে দেখা যায়। মদীনায়ও ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর শত্রুদের একাংশ মুসলিম সেজে ভেতর থেকে ইসলামের ওপর আঘাত হানার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এ থেকে মুনাফিক সম্পর্কিত আয়াতগুলো মুসলমানদের মক্কী জীবনে নাযিল না হয়ে মাদানী জীবনে নাযিল হওয়ার কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

মুনাফিকদের তৎপরতা শুধু যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালে তাঁর সমাজেই ছিল তা নয়, তার আগেও ছিল। বর্তমানে তো আছেই, বরং বর্তমানে মুনাফিকদের সংখ্যা ও তাদের নিয়ে শঙ্কা দুই-ই বাড়ছে। কী পরিমাণে বাড়ছে তা বিশিষ্ট তাবিয়ী হাসান বসরি রাহ.-এর একটি উক্তি থেকে আন্দাজ করা যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'লোকজন বলে, বর্তমানে নাকি মুনাফিক নেই। কথাটা কি ঠিক?' তিনি উত্তরে বললেন :

يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك.

হে ভাতিজা, যদি মুনাফিকরা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তো পথিকের অভাবে তোমরা পথে-ঘাটে চলাফেরা করতে নিঃসঙ্গ বোধ করবে।[১]

[১] আবু তালিক মক্কী, কূতুল কুলূব ফী মুয়ামালাতিল মাহবূব, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ : ২০০৫, ২/২২৯; আবু হামিদ গাযালি, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, বৈরূত : দারুল মা'রিফ : ১/১২৩।

এমন কথাও বর্ণিত আছে :

لو نبت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا

যদি মুনাফিকদের লেজ গজাত, তাহলে আমরা জমিনে পা ফেলার মতো জায়গা পেতাম না।[১]

এর মানে হলো, বর্তমানেও মুনাফিক আছে এবং তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। এভাবে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সমাজই এই সংকটের শিকার হতে পারে, বাস্তবে হচ্ছেও। পবিত্র কুরআনের বহু সূরায় শতাধিক আয়াতে 'মুনাফিক' শব্দটি উল্লেখ করে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে, এমনকি তাদের নামে একটি পৃথক সূরাও রয়েছে। এটা এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ আয়াতগুলো সব সমাজের ও সব মুনাফিকের জন্যই প্রযোজ্য। মুনাফিকদের সাধারণত চেনা যায় না বলে তাদের সৃষ্ট সংকট খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে, তারা সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ﴾

এরা (কুফর ও ঈমানের) দোটানায় দোদুল্যমান। না এদের (মুসলিমদের) দিকে, আর না ওদের (কাফিরদের) দিকে। [সূরা আন-নিসা : ১৪৩]

কোনো কোনো আয়াতে মুসলমানদের জন্য কাফিরদের চেয়ে মুনাফিকদেরকে বেশি বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা একদিকে বাহ্যিকভাবে ইসলামের কাজ করে মুসলিম সমাজকে প্রতারিত করে এবং মুসলমানদের কাছ থেকে আইনগত, আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, অন্যদিকে শত্রুর গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে মুসলমানদের গোপন বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দেয়। আর প্রকাশ্য শত্রু থেকে আত্মরক্ষা সহজ হলেও গোপন শত্রুর চক্রান্ত থেকে বাঁচা খুবই দুষ্কর। এই মুনাফিক-গোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বর্তমানেও এরাই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর। এরা ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে। এরা কাফিরদের চেয়েও জঘন্য, তাই জাহান্নামে এদের শাস্তিও হবে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। [সূরা আন-নিসা : ১৪৫]

---

[১] তদেব।

নিফাকের একটি বড় কারণ হলো দ্বীন ও শরীয়তের নানা বিষয় নিয়ে সংশয়ে পড়া। ঈমান আনার পর নিজেকে কপটতামুক্ত একজন নিখাদ মুমিন হিসেবে তৈরির পথে সাধারণত এটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। [সূরা আল-হুজুরাত : ১৫]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ঈমানের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সংশয়ে পড়াটা বড় একটা বাধা। তাই কেউ যদি ঈমান আনার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো শিক্ষা ও নির্দেশনার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয়ে পড়ে, তার পক্ষে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ মুমিন হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু সে যদি এ বাধা ডিঙানোর জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয়, নিজের অজ্ঞাতসারে যেকোনো মুহূর্তেই সে নিফাকে জড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন, একটি ছেলে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ওতে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, পরীক্ষাগুলোয় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নেয় না। নিজেকে সে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে দাবি করলেও তাকে প্রকৃত ছাত্র বলে গণ্য করা যায় না, বস্তুত সে ওই বিদ্যালয়ের নাম ভাঙিয়ে চলে। একইভাবে কেউ ঈমান আনার পর যদি তার সংশয় দূর করতে সচেষ্ট না হয় এবং ঈমানের প্রয়োজনীয় দাবিগুলো পূরণে সক্রিয় না হয়, তবে সে যেকোনো মুহূর্তে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে নিফাকে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। ঈমান আনার পর এমন সংশয়কে 'সংশয়জনিত কুফর' (كفر الشك) নামে অভিহিত করা হয়।

অত্যন্ত ভাবনার বিষয়, এখনকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত অধিকাংশ মুসলিমই সংশয়বাদী। দ্বীন ও শরীয়তের বহু বিষয় তারা সত্য বলে মেনে নেয় না, আবার মিথ্যা বলে উড়িয়েও দেয় না—সংশয়ের চক্রে ঘুরপাক খায়। কোনো কোনো বিষয়ে তাদের কেউ কেউ জোরালো আপত্তিও তুলে থাকে। ঈমান হলো দ্বীন-ই হককে কোনো রকমের সংশয় ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। তাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত দ্বীনের কোনো বিষয়ে যদি কারও অন্তরে কিছু বিশ্বাস আর কিছু সন্দেহ থাকে অথবা দৃঢ় বিশ্বাসের পরিবর্তে থাকে দুর্বল ধারণা, তবে তাকেও কুফর বলে গণ্য করা হয়।

শোচনীয় ব্যাপার হলো, এই সন্দেহ-সংশয় থেকে বেঁচে থাকতে তারা আগ্রহীও নয়।

ঈমান-আকীদার ব্যাপারে তারা এতটাই গাফিল যে, জানেই না প্রকৃত ঈমান কী এবং কীভাবে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায়; নিফাকের স্বরূপ কী এবং একজন মুমিন কীভাবে মুনাফিকে পরিণত হয়। এ কারণে তারা অনেক সময় দ্বীন ও শরীয়তের নানা বিষয় নিয়ে কটূক্তি করে, উম্মাহর স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজও করে। তাদের মধ্যে ঈমান বিশুদ্ধ করা বা মুনাফিকি থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। যে ব্যক্তি জানেই না নিফাক ও এর লক্ষণ কী, সে যেকোনো মুহূর্তে ছোট বা বড় নিফাকে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে অজ্ঞাতসারেই। এক কবি বলেছেন :

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه...ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

আমি (নানা বিষয়ে) অকল্যাণ সম্পর্কে জেনেছি। তবে আমার এ জানা (সেসব বিষয় কেবল) অকল্যাণ হওয়ার কারণেই নয়, বরং তা থেকে নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনেই। কারণ, যে ব্যক্তি অকল্যাণ সম্পর্কে ধারণা রাখে না, সে (অজ্ঞাতসারে যেকোনো সময়) অকল্যাণের মধ্যে পড়ে যায়।[৩]

এ নিগূঢ় সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন নবীজির বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.। একবার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নানা ফিতনা সম্পর্কে তাঁর করা প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন :

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي

লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নানা কল্যাণমূলক বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর আমি করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে, এ আশঙ্কায় যে, না জানি কখন তা আমাকে পেয়ে বসে।[৪]

আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এখনকার অধিকাংশ মুসলমানই নিফাকের পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না। নিফাক ও মুনাফিক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে সাধারণত বলে, নিফাক হলো ভেতরে কুফর লুকিয়ে রেখে বাইরে নিজেকে মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করা, কিন্তু তারা নিফাকের নানা প্রকাশমাধ্যম ও স্বরূপ খোলাসা করতে পারে না। মুনাফিক বিষয়ক কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করে আমরা

---

[৩] গাযালী, *ফাযায়িহুল বাতিনিয়্যাহ*, কুয়েত : মুয়াসসাসাতু দারিল কুতুব আস্-সাকাফিয়্যাহ : ৪।

[৪] বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায় : আল-মানাকিব, হাদীস : ৩৪১১ ও অধ্যায় : আল-ফিতান, হাদীস : ৬৬৭৩; মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, হাদীস : ৪৮৯০।

তাদের নানা প্রকাশমাধ্যম ও স্বরূপ জানতে পারি। যেমন, আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

তাদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে, এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, নামাযে শৈথিল্য নিয়ে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থসাহায্য করে। [সূরা আত-তাওবা : ৫৪]

প্রশ্ন জাগে, অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে বাইরে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করে থাকলে তারা আলস্য নিয়ে কেন নামায পড়তে যায়? তারা কি মিছেমিছি বলতে পারত না যে, নিজের ঘরেই নামায পড়ে ফেলেছে?

সেই প্রশ্নের উত্তর মেলে এ আয়াতে :

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

তা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরি করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। [সূরা আল-মুনাফিকূন : ৩]

ইসলাম একটি সোজা পথ—সিরাত-ই মুসতাকীম। অনুসরণ করে এগোতে থাকলে এ পথ প্রকৃত ঈমান ও ইহসানের দিকে এবং এরপর জান্নাতে আল্লাহ তাআলার একান্ত সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নামায-যাকাত-হজ-রোযা আদায় করে, তবু নানা ধরনের কুফরের পথ অবলম্বনের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। জেনেশুনে বা অজ্ঞাতসারে, বিশেষত সংশয়জনিত কুফরের জালে তারা জড়িয়ে পড়ে।

নিফাকের আরও একটি ধরন রয়েছে, যা ঈমান ধ্বংসের কারণ না হলেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এমন নিফাককে 'আমলি নিফাক' নামে অভিহিত করা হয়। অধিকাংশ মুমিনই এ নিফাকে আক্রান্ত হন, জেনেশুনে বা অজ্ঞাতসারে। তাই প্রত্যেক মুমিনকে এ থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, মনোনিবেশ করতে হবে আত্মসংশোধনে। একে ছোট ও হেয় জ্ঞান করলে চরম মাশুল দিতে হতে পারে। কেননা নিফাক আমলি (কর্মগত) হলেও, সৎ আমল থেকে দূরে সরিয়ে ভালো গুণগুলো ক্রমশ ছিনিয়ে নেয়। উন্নত মূল্যবোধ হারিয়ে ব্যক্তি এক পর্যায়ে ব্রাত্য হয়ে পড়ে।

আমরা বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি মনোযোগী এবং এ জন্য কপটতারও

আশ্রয় নিই, অথচ ভেতরের সৌন্দর্য ও আত্মিক পরিশুদ্ধি সাধনে মোটেই মনোযোগী হই না। কবি আবুল ফাতহ আল বুসতী (মৃ. ৪০০ হি.) বলেছেন :

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته ❁ أتعبت نفسك فيما فيه الخسران

أقبل على الروح واستكمل فضائلها ❁ فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

হে দেহের সেবক, তুমি দেহের সেবায় আর কত প্রাণপাত করবে? কত পরিশ্রম করবে আর? আত্মার কাছে এবার যাও আর তাকে পূর্ণ করে তোলো। আত্মার জন্যই তো তুমি প্রকৃত মানুষ, দেহের জন্য নও।[৫]

এ গ্রন্থে আমি নিফাক ও মুনাফিকের পরিচয়, প্রকারভেদ, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের ভয়ংকর রূপ, নিফাকের কারণ ও পরিণাম, দ্বীন ও মিল্লাতের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং নিফাক থেকে পরিত্রাণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম কোনো গ্রন্থ নয়, নিফাক ও মুনাফিকের পরিচয় নিয়ে আগেও বইপত্র বেরিয়েছে। তন্মধ্যে আবদুল হামীদ ফাইযী রচিত *মুনাফিকি আচরণ* এবং মুহাম্মদ আবদুল মালেক অনূদিত *মুনাফিকি* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বইগুলো থেকে নানা জায়গায় আমি বহু তথ্য গ্রহণ করেছি। বলতে গেলে এটি এ বিষয়ে লিখিত পূর্বকার বইগুলোর নির্যাস এবং সময় ও অবস্থার আলোকে কিছু সংযোজনসহ একটি নতুন উপস্থাপন।

আমার আলোচনায় ভুলত্রুটি ও চিন্তার অপক্কতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। নিজের জ্ঞানের দৈন্য ও সীমাবদ্ধতা আমি খোলামনেই স্বীকার করি। আমি মনে করি এ বইয়ে উপস্থাপিত তথ্য ও বক্তব্য ঠিকঠাক হলে তা আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগ্রহ, আর অনিচ্ছাকৃতভাবে কোথাও কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে অনুরোধ, গ্রন্থটিতে তথ্যগত বা ভাষাগত কোনো ভুল-বিচ্যুতি চোখে পড়লে নির্দ্বিধায় জানাবেন। কেননা মুমিনদের বৈশিষ্ট্যই হলো অন্য মুমিন ভাইয়ের কল্যাণকামনা ও তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা। আপনাদের যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমি সাদরে গ্রহণ করব। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন এবং সংশোধনের সুযোগ দান করেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় স্বনামধন্য প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান কালান্তরের কর্ণধার আবুল কালাম আজাদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—جزاه الله تعالى عني أحسن الجزاء

[৫] aldiwan.net/poem49722.html

في الدارين। মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে আমাকে, আমার মা-বাবা, সন্তান-পরিজ,ন আসাতিযা কিরাম ও বন্ধুবান্ধবকে এবং এর রচনা ও প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন!

যারা বইটি পড়বেন এবং ঈমান শুশ্বিকরণের মাধ্যমে উপকৃত হবেন তাঁরা আমার জন্য দুয়া করবেন, যেন কল্যাণ ও হিদায়াতের ওপর আমৃত্যু অটল-অবিচল থাকতে পারি।

ড. আহমদ আলী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
জুলাই ১, ২০২৩

প্রথম অধ্যায়

মুনাফিকের সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষা

এক. মুনাফিকের সংজ্ঞা

'মুনাফিক' শব্দটি আরবী 'নিফাক' (نفاق) ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত কর্তৃবাচক বিশেষ্য। কারও কারও ধারণা, প্রচলিত অর্থে 'নিফাক' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন আরবদের মধ্যে ছিল না। এ অর্থটি শব্দের অন্যান্য ব্যবহার থেকে গ্রহণ করা হয়।[৫] বস্তুত 'নিফাক' শব্দটি نَافَقَ ক্রিয়াপদের মূল (মাসদার), যা نفق ধাতু থেকে নির্গত। আরবীভাষায় ن (নুন), ف (ফা) ও ق (ক্বাফ) হরফ তিনটি দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদ দুই ভাগে উচ্চারিত হয়ে থাকে। একটি হলো نَفَقَ ('ফা' হরফের ওপর যবরসহ), অন্যটি نَفِقَ ('ফা' হরফের নিচে যেরসহ)। প্রথমটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া, হ্রাস পাওয়া, ধ্বংস হওয়া, চালু হওয়া প্রভৃতি অর্থে এবং দ্বিতীয়টি নিঃশেষ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৬] আর এ ধাতু থেকে গঠিত বিশেষ্য النَّفَقُ শব্দের অর্থ হলো মাটির ভেতরের গর্ত বা সুড়ঙ্গ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায়। কারও কারও মতে, 'নিফাক' শব্দটি এ ধাতু থেকেই এসেছে। এদিক থেকে, কুফরি বিশ্বাস মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে বলেই কাউকে মুনাফিক বলা হয়।[৭] তার সঙ্গে তুলনা হলো ওই ব্যক্তি, যে সুড়ঙ্গে ঢুকে নিজেকে গোপন করে রাখে।

কারও মতে, 'নিফাক' শব্দটি نافقاء থেকে এসেছে। তাঁরা বলেন, মুনাফিকের এ চরিত্রের সঙ্গে জারবোর[৮] স্বভাবের সাদৃশ্য থাকায় তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়। জারবোর গর্তে দুটি ছিদ্র থাকে। একটিকে বলা হয় نافقاء (নাফিকা) আর অন্যটিকে قاصعاء (কাসি'য়া)। সে সাধারণত বিপদ থেকে বাঁচতে গর্তের একটি প্রান্তকে খনন

[৫] ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া, রিয়াদ : দারুল ওয়াফা, ২০০৫ : ৭/৭০০।

[৬] ইবনু মানযূর, আবুল ফাদাল জামালুদ্দীন, লিসানুল আরব, ইরান : নাশরু আদবিল হাওযা, কুম, ১৪০৫ হি. : ১০/৩৫৭।

[৭] মুনাজ্জিদ, মুহাম্মদ সালিহ, মুনাফিকী, (অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুল মালেক), রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন, ২০১৬ : ৭।

[৮] জারবো (Jerboa) এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে বিচরণকারী ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণিবিশেষ।